পটুয়াখালী

# সংকট ও অনিয়মে সবাই ফেল

## আলীপুর দাখিল মাদরাসা

এমরান হাসান সোহেল, পটুয়াখালী ১২ মে, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ৬ মিনিটে

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার পূর্ব আলীপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা। উপজেলা সদর থেকে সাত কিলোমিটার পশ্চিমে সুতাবাড়িয়া নদীর তীরে বিদ্যালয়টির অবস্থান। উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নের কলাতলা গ্রামে ১৯৮৫ সালে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় মো. আলী হোসেন। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে তিনি মাদরাসার প্রধান (সুপার)। সদ্য ঘোষিত দাখিল পরীক্ষার ফলাফলে কেউ পাস করেনি।

অ- অ অ+

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঘোষিত ফলাফলে দাখিল পরীক্ষায় ১৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল; কিন্তু সবাই গণিতে ফেল করেছে।

h

গত বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় গেলে স্থানীয় লোকজন মাদরাসার নানা অনিয়মের অভিযোগ তোলে এ প্রতিনিধির কাছে। আব্দুস সোবাহান খান, মো. রাকিব আকন, মো. আরাফাত ইসলাম, মো. ইব্রাহিম মেলকার ও মো. সাইদুল মুন্সি জানান, সুপার পকেট কমিটি করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এ কারণে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া হয় না। তাই শিক্ষার্থীরা ফেল করেছে। আবার রফিকুল ইসলাম ও মো. সুজন জানান, শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার কারণে নিয়মিত আসেন না। এ কারণে ক্লাস হয় না। তাই শিক্ষার্থীরা সবাই একযোগে ফেল করেছে। আর মাদরাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো. সেকান্দার আলী হাওলাদার প্রভাবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি থাকেন ঢাকা, ঠিকমতো খোঁজখবর রাখেন না মাদরাসার। আর প্রতিষ্ঠাতা-কাম-সুপার আলী হোসেনের বার্ধক্যজনিত কারণে অনেক শিক্ষক সুযোগ নিয়ে ফাঁকি দেন।

তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করে সুপার মো. আলী হোসেন বলেন, ‘লেখাপড়া হয় না, পকেট কমিটি কিংবা শিক্ষকরা ফাঁকি দেয় এসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি নাই। অতীতে ফলাফলে খ্যাতি ছিল। কিন্তু এ বছর ভালো হয়নি। কারণ ১৪ জন দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই অঙ্কে ফেল করেছে। মূলত অঙ্ক পরীক্ষা এ বছর সব পরীক্ষার্থীর খারাপ হয়েছে। তার পরও আমরা রিকাউন্ট করার আবেদন করেছি। এমন ফলাফলে আমি নিজেও হতাশ। গত বছর ১৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১৬ জন পাস করেছিল।’ তিনি সব অভিভাবককে সন্তানদের প্রতি আরো বেশি খেয়াল রাখা বা যত্নশীল রাখার দাবি জানান। আবুল কালাম হাওলাদার নামের স্থানীয় এক অভিভাবক জানান, তাঁর মেয়ে ঊর্মি বেগম ওই মাদরাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। সব বিষয়ে পাস করেছে। কিন্তু গণিতে ১ নম্বরের জন্য ফেল করেছে। গণিতের নম্বরসহ ঊর্মির ৪.১ ফলাফল। কিন্তু ফেল তো ফেলই। নবম ও দশম শ্রেণি পড়ুয়া বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ইদানীং লেখাপড়ার পরিবর্তে মোবাইল ফোন নিয়ে সময় পার করে বলে তিনিও অভিযোগ করেন। এ কারণে শিক্ষার্থীদের ফলাফল খারাপ হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

একই উপজেলার বেতাগি সানকিপুর ইউনিয়নের রাম বল্লভ গ্রাম। উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার পাকা এবং কাদামাটির পথ পাড়ি দিয়ে ওই গ্রামের অবস্থান। ওই গ্রামের শিক্ষার কথা বিবেচনা করে ১৯৬৭ সালে আব্দুল ওয়াহেদ হাওলাদার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদরাসা থেকে সদ্য ঘোষিত ফলাফলে কেউ পাস করেনি। এ মাদরাসা থেকে ১৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে সব বিষয়ে পাস করলেও সবাই গণিতে ফেল করেছে। এ নিয়ে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা হতাশ। প্রায় শতবর্ষী ওয়াহেদ হাওলাদার বলেন, ‘এ বছর ফেল করল, আমি জীবিত অবস্থায় এটা দেখব– ভাবতে পারিনি। অথচ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়মিত এ মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল করেছে।’

স্থানীয় লোকজন জানায়, দীর্ঘদিন থেকে মাদরাসায় বিজ্ঞান বা গণিতের শিক্ষক ছিল না। এ কারণে এ বছর কেউ গণিতে পাস করেনি। গত বছরও গণিত শিক্ষক ছিল না। তখন ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষকরা একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক ভাড়া করে ক্লাস নিয়েছিলেন। এ বছরও একই কাজ করা হয়েছিল। কিন্তু ভাড়ার শিক্ষক সময় দিয়ে ক্লাস নিতে না পারার কারণে পরীক্ষার্থীরা গণিতে ফেল করেছে।

ওই প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আব্দুস সালাম বলেন, ‘আমাদের বিজ্ঞানের শিক্ষকের অভাব ছিল দীর্ঘদিন থেকে। দুই মাস আগে একজন শিক্ষক পেয়েছি। আশা করি, আর সমস্যা হবে না।’

মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার সেকান্দার আলী বলেন, ‘একজন শিক্ষকের অভাবে এমনটি হয়েছে। আগামী দিনে আমরা অনেক ভালো করব, আশা করি। কারণ আমাদের অতীত কখনো খারাপ ছিল না।’

h

**রংপুর**

**মমিনপুর দাখিল মাদরাসা**

**স্বপন চৌধুরী, রংপুর**

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের টাকা দেয় সরকার। নিয়মিত বেতন নিলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসেন না সুপার। দেড় বছর কমিটি না থাকার সুযোগে ফাঁকি দেন সহকারী শিক্ষকরাও। শিক্ষার্থীরাও আসে খেয়াল-খুশিমতো। পরিণতিতে যা হওয়ার তাই হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চারজন পরীক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিয়ে একজনও পাস করতে পারেনি। এমন ঘটনা ঘটেছে রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর হাট দাখিল মাদরাসায়।

গত বৃহস্পতিবার ওই মাদরাসায় গিয়ে দেখা যায়, প্রধান ফটকে তালা ঝুলছে। আশপাশের লোকজন জানান, গত ৬ মে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর থেকে গেট খোলা হয়নি। কোনো শিক্ষক-কর্মচারীও আসেননি। এবারে দাখিল পরীক্ষায় এই মাদরাসা থেকে চারজন পরীক্ষার্থী অংশ নিলেও কেউ পাস করেনি। ফলাফলের এমন বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে মাদরাসার সুপার ও পরিচালনা কমিটির সাবেক সদস্যদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় আলোচনার ঝড় বইছে।

স্থানীয়রা জানায়, ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত মমিনপুর হাট দাখিল মাদরাসাটি ১৯৮৬ সালের দিকে এমপিওভুক্ত হয়। দেড় বছর ধরে কোনো কমিটি নেই। বেতন-ভাতা উত্তোলন করা হয় ইউএনওর স্বাক্ষরে। জমিদাতা ও কমিটির সদস্যদের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে একসময় শিক্ষার্থীর হার শূন্যের কোঠায় চলে যায়। মোফাজ্জল হোসেন, আফাজ উদ্দিন, মনসুর আলী, সাজা মিয়াসহ এলাকার কয়েকজন শিক্ষানুরাগী বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিক্ষার্থী জোগার করেন। বর্তমানে প্রায় ১০০ শিক্ষার্থী রয়েছে।

এবারের দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেওয়া চারজনের মধ্যে আরজু খাতুন ও জুঁই আরা বলে, ‘ফলাফল এমনটি হবে আগে থেকেই জানতাম। কারণ মাদরাসায় আমাদের শুধু সময়ই কেটেছে, পড়াশোনা করানো হয়নি। অভাবি পরিবারে থেকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগও ছিল না।’

সহকারী শিক্ষক আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘সুপার ইচ্ছামতো মাদরাসায় আসেন-যান। প্রতিষ্ঠানটিকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। ছুটি ছাড়াই চার মাস পর মাদরাসায় এসে বেতন উত্তোলন করারও নজির আছে তাঁর।’

মাদরাসার সুপার মোকছেদ আলী বলেন, ‘কমিটির সদস্যদের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এখানে শিক্ষার কোনো পরিবেশ নেই। মাদরাসায় না আসাটাও স্থানীয়দের দ্বন্দ্বের কারণ। মামলা-মোকদ্দমা থাকায় পরিচালনা কমিটিও গঠন করা যাচ্ছে না।’